OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 08
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 72 - 77
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iv, Published on October issue 2026, Page No. 72 - 77
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

আফসার আমেদের ছোটগল্প : গ্রামজীবন ও বিপন্ন মানুষের স্বর

ড. আজিমুদ্দিন মন্ডল
অতিথি অধ্যাপক, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: suraj.jarur@gmail.com
0009-0009-7557-0802

Received Date *30. 09. 2026*
Selection Date *15. 10. 2026*

Keyword
Rural economy, Marginalized, lower caste, Degradation, Deprivation, Gender inequality, Sharecroppers.

Abstract
Afsar Ahmed has broken the traditional circle of contemporary Bengali fiction and found a completely unique and new path. The main focus of his research was the disruption of rural economy, politics and culture over time and the emergence of a completely new rural environment through it. He has very skill fully portrayed every crisis in the life of marginalized and lower caste people. In the story 'Janasroot, Jalasroot' he shows how natural calamities like floods threaten the existence of people as well as take away the human qualities within them and push them towards extreme mental degradation, depression and primitive struggle for survival. On the other hand, through the narrative 'Jinnat Begum's Birahamilan', he has highlighted the endless waiting, deprivation[5] and severe emotional pain of the women left behind in the villages due to the migrant people who migrated to the cities in search of bread and sustenance. Apart from this, in this story a harsh reality of hegemony of patriarchal social structure, extreme contempt for women, gender inequality and brutal lust of landlords has become very naked. Again 'How much is the price of deep tube?' Through the story, he embodies the acute fear, existential crisis and psychological tension of the marginal and sharecroppers[7] losing their land due to the profiteering invasion of the rural landlords due to the modernization of agriculture.

Discussion

বাংলা কথাসাহিত্যের এক অন্যতম প্রাণপুরুষ আফসার আমেদ। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের ৫ই এপ্রিল হাওড়া জেলার বাইনানে জন্মগ্রহণ করেন এই বিশিষ্ট সাহিত্যিক। বাইনানের নিজস্ব মাটি, জল এবং আবহমান সমাজ-সংস্কৃতির নিবিড় সান্নিধ্যেই তাঁর জীবনবোধ ও মননের বিকাশ ঘটে। প্রবল আর্থিক প্রতিকূলতার কারণে তাঁর প্রথাগত শিক্ষাজীবনে বারবার বাধা এলেও তাঁর সৃজনশীল কলমের গতি কখনও স্তব্ধ হয়নি। ১৯৭৩ সালে চিত্তরঞ্জন মিত্র সম্পাদিত 'চলমান সাহিত্য' পত্রিকায় 'সংযম' নামক কবিতা প্রকাশের মধ্য দিয়ে তাঁর অক্ষর বৃত্তান্তের সূচনা। তবে কথাসাহিত্যিক হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৯৭৫ সালে, বন্ধু কাজী কামালউদ্দিন ও তাঁর নিজের যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশিত 'ময়দান' পত্রিকায় 'মনের মানুষ' গল্পটির হাত ধরে। এরপর ১৯৮১ সালের শারদীয়া 'কালান্তর' পত্রিকায় তাঁর প্রথম উপন্যাস 'ঘরগেরস্তি' প্রকাশিত হলে বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় তিনি নিজের একটি সুদৃঢ় ও স্বতন্ত্র অবস্থান নির্মাণ করতে সক্ষম হন। নিরবচ্ছিন্ন এই সাহিত্যসাধনার

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 08
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 72 - 77
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

পথ বেয়ে ১৯৮৯ সালে 'প্রতিক্ষণ' প্রকাশনীর উদ্যোগে পাঠকের হাতে পৌঁছায় তাঁর প্রথম গল্প সংকলন 'আফসার আমেদের ছোটগল্প'। ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর সৃষ্টিসম্ভারে যুক্ত হয়েছে প্রায় তিনশোর কাছাকাছি ছোটগল্প। তবে বিপুল সংখ্যক অসামান্য গল্পের স্রষ্টা হওয়া সত্ত্বেও, বাঙালি পাঠক ও সাহিত্যমহলের কাছে ছোটগল্পকারের চেয়ে একজন শক্তিশালী ঔপন্যাসিক হিসেবেই তাঁর খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি।

বাংলা কথাসাহিত্যের চিরাচরিত বৃত্ত ভেঙে এক সম্পূর্ণ নতুন পথের দিশারি হয়ে উঠেছিলেন আফসার আমেদ। তাঁর সৃষ্টির জগৎ ছিল একেবারেই স্বতন্ত্র। পাঁচ ও ছয়ের দশকের গল্পকারদের মতো নিছক বিনোদনমূলক বা দেহজ প্রেমনির্ভর আখ্যানে তিনি নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। আবার অন্যদিকে মহাশ্বেতা দেবী, দেবেশ রায় কিংবা সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়দের মতো মানুষের বাঁচামরা, দিনযাপনের সংগ্রাম বা গণ-আন্দোলনের নিটোল ইতিবৃত্ত রচনার পথেও তিনি পুরোপুরি হাঁটেননি। তাঁর অন্বেষণ ছিল ভিন্নতর। সময়ের পালাবদলে গ্রামীণ রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির গভীরে যে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল, তা আমাদের শাশ্বত পল্লিজীবনের দীর্ঘদিনের পারম্পর্যকে কীভাবে ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে এবং তার ছাইভস্ম থেকে কীভাবে এক সম্পূর্ণ নতুন গ্রামীণ পরিমণ্ডলের উন্মেষ ঘটছে— তাঁর কলম সেই দিকটিতেই আলোকপাত করেছে। আফসার আমেদের গল্পের ক্যানভাস মূলত সেই পালাবদল, ভাঙাগড়া এবং রূপান্তরময় গ্রামজীবনেরই এক বিশ্বস্ত ও জীবন্ত দলিল। কথাসাহিত্যিক ও সমালোচক সোহারাব হোসেন লিখেছেন, -

> "তিনি গ্রামের ক্রমপরিবর্তমান মানুষকে আবিষ্কার করেছেন এবং সেই আবিষ্কারের ইতিকথা রচনা করেছেন নিজস্ব ভাবে-ভঙ্গিতে। আর তাতেই গ্রামজীবন, পরিবর্তমান জীবন শিল্পসিদ্ধ রূপমূর্তিতে আফসারের গল্পে কায়া পেয়েছে। কেননা এখনকার গ্রাম শুধু নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্রাম নয়, এখন গ্রাম শহরকে স্পর্শ করে নতুন হচ্ছে আর শহরকে গ্রামকে খেয়ে ফেলতে চেয়ে গ্রামকে স্বতন্ত্র করছে। ফলে যুগসন্ধিক্ষণের তাৎপর্যে গ্রামজীবন নতুন হয়ে উঠছে। আফসার সেই পরিবর্তনকে তাঁর গল্পে ধরেন বলে তাঁর গল্পের উত্তরাধিকার নির্ণয়ে হোঁচট খেতে হয়। আমরা এটাকেই বলছি আফসারের বিশিষ্টতা।"[১]

আফসার আমেদের সৃজিত এই কথাজগৎ কখনই প্রথাগত একরৈখিক বা একমাত্রিক ধারায় আবদ্ধ থাকেনি। বরং বিচিত্র বিষয়বৈভব এবং বিবিধ অনুষঙ্গের নিপুণ বুননে তাঁর গল্পগুলি হয়ে উঠেছে অনায়াসেই বহুমাত্রিক ও বহুরৈখিক। তাঁর এই বিপুল সৃষ্টিসম্ভার থেকে বর্তমান নিবন্ধের আলোচনার পরিসরে আমরা মূলত তিনটি নির্দিষ্ট গল্পকে বেছে নিয়েছি। 'জনস্রোত জলস্রোত', 'জিন্নত বেগমের বিরহমিলন', 'ডিপ টিউবয়েলের দাম কত?' —এই তিনটি গল্পের নিরিখেই লেখকের অন্তর্দৃষ্টির স্বরূপটি এখানে অনুসন্ধান করা হবে।

১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত 'জনস্রোত, জলস্রোত' গল্পটি পরবর্তীকালে লেখকের 'শ্রেষ্ঠ গল্প' সংকলনেও মর্যাদার সঙ্গে স্থান করে নেয়। বন্যার মতো ভয়াল প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রান্তিক গ্রামবাসীর জীবনে কী অবর্ণনীয় দুর্দশা ডেকে আনে তারই এক মর্মস্পর্শী দলিল এই আখ্যান। প্রথাগত নিটোল গল্প বলার চেনা ছকে না হেঁটে, লেখক এখানে তাঁর নিজস্ব এক স্বতন্ত্র নির্মাণশৈলী ব্যবহার করেছেন। খণ্ড খণ্ড দৃশ্য বা টুকরো টুকরো কোলাজের নিপুণ সমবায়ে তিনি বুনেছেন গল্পের শরীর, যার প্রতিটি ছত্রে মূর্ত হয়ে উঠেছে প্রকৃতির রোষের মুখে নিম্নবর্গীয় মানুষের চরম অসহায়তা। সর্বনাশা বানের জলে যখন গোটা গ্রাম ও ঘরবাড়ি ভাসমান তখন প্রাণ বাঁচাতে একদল ছিন্নমূল মানুষ আশ্রয় নিয়েছে কাছাকাছি একটি উঁচু দ্বীপে। সেই বিপন্ন মানুষদেরই একজন হল নুরু। স্ত্রী ফুলু আর একরত্তি সন্তানকে নিয়ে তার যেটুকু ছন্নছাড়া সংসার ছিল বানের জলে তা আজ সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। নুরুর মতোই আরও বহু আশ্রিত পরিবার সেই দ্বীপে প্রকৃতির নির্মম তাণ্ডবের শিকার; আর এই প্রলয়ঙ্কর দুর্যোগ কীভাবে দরিদ্র মানুষগুলোর জীবন ও অস্তিত্বকে নিদারুণ যন্ত্রণায় ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে গল্পটি তারই এক নিখুঁত ও বেদনাবিধুর আলেখ্য। আফসার লিখেছেন, -

> "নুরুর ভাঁজকাগজ মনন, আশা-ভরসা, বাস্তব প্রতিকূল অবস্থায় অদ্ভুত ভগ্নাংশ। নুরু ভাংছে। বউ ভাংছে। কচি ভাঙছে। অনেকে ভাঙছে। হৃদয় ভাঙছে। মন ভাঙছে। বাড়ি ভাঙছে। গ্রামীনতা ভাঙছে। প্রাচুর্য ভাঙছে। সেইসব ভাঙনের সামনে উঁচুতে দাঁড়িয়ে নুরু এবং বউ-ছেলে দুর্যোগে ক্ষতবিক্ষত।"[২]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 08
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 72 - 77
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কেবল বেঁচে থাকার অবলম্বনটুকুই নয়, এই ভয়াবহ দুর্যোগ যেন সর্বস্বান্ত মানুষগুলোর ভেতর থেকে কেড়ে নিয়েছে সমস্ত মানবিক গুণাবলিও। দিনের পর দিন অনাহারে দিন কাটাতে কাটাতে তীব্র ক্ষোভ আর সীমাহীন হতাশা ক্রমশই গ্রাস করছে তাদের অস্তিত্বকে, আর সেই বঞ্চনা থেকেই জন্ম নিচ্ছে এক অসহায় কান্না। তিল তিল পরিশ্রমে যে মাথা গোঁজার ঠাঁই তারা গড়ে তুলেছিল, স্বামী-স্ত্রী আর সন্তান-সন্ততি নিয়ে একান্তে সুখের যে স্বপ্নের জাল তারা বুনেছিল— আজ সেই সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাও সর্বনাশা জলের তোড়ে চিরতরে ভেসে গেছে, -

> "লাল পানির প্রতুল অণু-সমগ্র কীভাবে মানুষের সুখকে ভেঙে ফেলে মাটির বাড়ির মত। ভেঙে ফেলে একফালি বিছানা। ভেঙে ফেলে একটুকরো আয়না, খেতের স্নেহস্পর্শ, ভাতঘুম, ঝিঁঝিঁমধুর রাত।"[৩]

বেঁচে থাকার এই তীব্র সংকটে কেবল অসহায় কান্নাই তাদের একমাত্র সঙ্গী নয়; বরং চরম হতাশা ও মানসিক অবক্ষয়ের শিকার হয়ে তারা জড়িয়ে পড়ছে তুচ্ছ পারস্পরিক কলহে। কার মুরগি কার জমানো সামান্য গমটুকু খেয়ে নিল— এমন নিতান্ত সাধারণ বিষয়কে কেন্দ্র করেও তাদের মধ্যে বেধে যাচ্ছে তিক্ত বিবাদ। আবার মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এই চরম বিপন্নতার মাঝেও কারও কারও চেতনায় প্রবল হয়ে উঠছে হালাল-হারামের মতো অন্ধ ধর্মীয় সংস্কারবোধ। কিন্তু পারিপার্শ্বিক এই সমস্ত কলহ, ক্ষোভ বা সংস্কারের ঊর্ধ্বে ক্ষুধার তীব্র জ্বালা আর অনাহারই যেন তাদের গ্রাস করছে এক গভীরতম ও সর্বগ্রাসী অসুখ রূপে।

তাই মানুষগুলো বাঁচার জন্য সেই সংস্কারকে মান্যতা না দিয়ে বন্যায় ভেসে যাওয়া মৃত গরুর মাংসও খেতে চেয়েছে। মনের গহন গভীরে এইভাবে যে চিন্তা ও ভাবনার বহুমাত্রিক স্রোত চলে সেই স্বরেরই উচ্চারণ শোনা গেছে এই গল্পে। দুর্যোগের মধ্যেও নুরু তার কচি বাচ্চাকে বাঁচাতে চায়। তার খাবার আনতে বাড়ি যেতে চাইলেও প্রথমবার স্রোত ঠেলে যেতে পারেনি। কিন্তু পরে জানিয়েছে, - "সকাল হলে জান যাক, ঝাঁপিয়ে পড়ব।" অন্যান্যরাও চেষ্টা করেছে নিজেদের বাঁচানোর, -

> "জিকরিয়া বান-পানিতে সাঁতার দিয়ে তরতরিয়ে চলে গেল। বাঁধে লাইন দিয়ে রুটির প্যাকেত আনল। কাসেম গেল, সেও আনল। বিলাত বক্স আনল। আর অনেকে আনছে। নুরুও গেল সাঁতরে। ফিরে এল হাতে রুটির ভিজে প্যাকেট নিয়ে। সকলে রুটি খাচ্ছে। সকলে হাসছে। খেলছে। নাচছে। সকলে জড়াজড়ি করছে।"[৪]

বন্যার জোয়ারে জীবনের যে স্পন্দন এতদিন থেমে গিয়েছিল তা যেন আবার জেগে উঠল।

আফসার আমেদের সাহিত্যকীর্তিতে এক অনন্য সংযোজন হল 'জিন্নত বেগমের বিরহমিলন'। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে 'পরিচয়' পত্রিকার বিশেষ গল্প-সংখ্যায় প্রথম আত্মপ্রকাশ করা এই রচনাটি পরবর্তীতে ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে তাঁর 'শ্রেষ্ঠগল্প' সংকলনে স্থান পায়। প্রথাগত ছোটগল্পের গণ্ডি পেরিয়ে আকারে কিছুটা বৃহৎ এই গল্পে লেখক নিপুণ তুলিতে এঁকেছেন পশ্চিমবঙ্গের একটি বিশেষ গ্রামীণ জনপদের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পালাবদলের নিখুঁত চিত্র। একসময়ের শান্ত, নিস্তরঙ্গ কৃষিভিত্তিক পল্লিজীবনের যে নিজস্ব এক পারম্পর্য ও আভিজাত্য ছিল সময় আর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ঝড়ে তা কীভাবে ধূলিসাৎ হয়ে যায় গল্পটি তারই এক জীবন্ত দলিল। গ্রামীণ কৃষিকাজ ও নানা প্রান্তিক বৃত্তির ওপর নির্ভরশীল মানুষ যখন নিজেদের পেশাগত অস্তিত্বের চরম সংকটের মুখোমুখি হয় তখন পরিবারের মুখে দু-মুঠো অন্ন তুলে দেওয়ার তাগিদে তারা পাড়ি জমায় অচেনা শহরের দিকে। কিন্তু শহরের ইট-কাঠ আর অর্থের মায়াবী প্রলোভন গিলে খায় সেইসব পরিযায়ী মানুষদের। নগরজীবনের গোলকধাঁধায় আটকে পড়ে তারা আর গ্রামে ফিরতে পারে না। এমনকি ভিটেমাটিতে অপেক্ষায় থাকা স্বজনদের দিনযাপনের কোনো খবরও তাদের কাছে পৌঁছায় না। গল্পের এই অন্তর্নিহিত সুরটি অনিবার্য ভাবেই পাঠকের মনে জাগিয়ে তোলে রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকের স্মৃতি। যক্ষপুরীর নিরেট নগর-সভ্যতার গ্রাসে পড়ে রঞ্জন, বিশুরা যেমন হারিয়ে ফেলেছিল তাদের জীবনের সবুজ মাঠ, সুনীল আকাশ আর হৃদয়ের সমস্ত সজীবতা ঠিক তেমনই এক সর্বগ্রাসী নাগরিক বিচ্ছিন্নতার প্রেক্ষাপটই অত্যন্ত জোরালোভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে 'জিন্নত বেগমের বিরহমিলন' গল্পটিতে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 08
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 72 - 77
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

গল্পের আখ্যানে এক রূঢ় বাস্তব উন্মোচিত হয়— যেখানে কেবল রুটিরুজির সন্ধানে গ্রামের কর্মক্ষম পুরুষেরা ভিটেমাটি ছেড়ে পাড়ি জমিয়েছে শহরে। তাদের চোখে ছিল এক উজ্জ্বল স্বপ্ন; শহরের বুক থেকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের রসদ সংগ্রহ করে তারা একদিন আপন নীড়ে ফিরবে, হাসি ফোটাবে পরিজনদের মুখে। নিস্তরঙ্গ, অভাবক্লিষ্ট গ্রামীণ জীবনে তারা জাগিয়ে তুলবে সমৃদ্ধির নতুন স্পন্দন। কিন্তু নিয়তির পরিহাস বড়ো নির্মম। শহরের মায়াজালে হারিয়ে যাওয়া সেইসব মানুষেরা আর কখনই গ্রামে ফেরে না, আর সেই সঙ্গে ধূলিসাৎ হয়ে যায় পথ চেয়ে বসে থাকা স্ত্রী-সন্তানদের যাবতীয় স্বপ্নসাধ। দীর্ঘ অপেক্ষার বঞ্চনা ও তীব্র অভিমানেই জিন্নত বেগমের কণ্ঠে তাই ধ্বনিত হয়েছে, -

> "মরদগুলান নদীর পথ পেইরে চলে যায় শহরে। শহরে গিয়া মাগেদের মুখ ভুলে যায়। নদী দিয়া হাট, হাট পেরিয়ে বাস, বাস হতে ইস্টিশন, তারপরেতে ঝকাঝক রেলগাড়ি। শহর। উঁচা উঁচা মোকাম, গাড়িঘোড়া লোকজন, ফরশা ফরশা মেয়ে, হাতে ঘপড়ি, পায়ে উঁচা জুতা। ভাতার গুলোর তাক লেগে গেছে। মুখে লাথি তোদের। ফি শনিবার শনিবার কত মরদ আসে। তোরা আসিস না কেনে? তোদের মন ভুলায় কোন সতীন, তারে পাইলে নুচে খুঁচে মারুম। শহর শহর জানের বালাই, তুই রূপসী সব্বনাশী, মরদগুলানকে আঁচলে বাঁধিস। রেতের বেলা কার মাগ কে নিদ যায়না তার হিশেব রাখিস কই? ভাতার তো সব কাগমারা, পয়সা কামাস, উড়াস, পিছু ফিরে তাকাস না। হা সন্ধে হা সন্ধে হা রাত্তির বোঝা বুক লিয়ে কাটাই।"[৫]

এমনি এক চরম বঞ্চনার শিকার হওয়া হতভাগ্য নারী হল কুলশন। শহর-প্রবাসী স্বামীর অনাগত সন্তান তার গর্ভে, অথচ দিনের পর দিন তাকে কাটাতে হচ্ছে নিদারুণ অনাহারে। তার প্রসবের লগ্ন উপস্থিত; তীব্র শরীরী যন্ত্রণায় সে যখন ছটফট করছে তখনও তার স্বামীর দেখা নেই। পরম নির্ভরতার মানুষটির এই চরম অনুপস্থিতি তার প্রসববেদনাকে কেবল শারীরিক স্তরে আটকে রাখেনি, তা যেন আরও গাঢ় ও গভীর হয়ে এক নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণায় রূপান্তরিত হয়েছে। সেই অন্তহীন মর্মযন্ত্রণার তীব্রতা থেকেই সে আর্তনাদ করে উঠেছে, -

> "ওগো হাসিনার বাপ, তুমি দেড়মাস ঘরে আইসনি গো, জলদি এইস, মোর মরা মুখ দেখবা গো ও ও ও ... ট্যাকাও পাঠাও নাই, পেটেও দানা নাই, ব্যথা খাইতে খাইতে মইরে যাইছি, জু চেঁদিয়ে যায়ছে, মোর মরা মুখ দেইখতে শহর হইতে গাড়ি ধইরা লৌকো করে এস গো ও ও ও... ।"[৬]

জিন্নত কিংবা কুলশনের এই যন্ত্রণাক্লিষ্ট দিনযাপনের আরও গভীরে অবগাহন করে লেখক মূলত সমগ্র গ্রাম ও সমাজকাঠামোর অন্তর্নিহিত এক গভীর সংকটকেই উন্মোচিত করেছেন। প্রথমত, কেবল নারী হওয়ার অপরাধেই কুলশনকে নীরবে সয়ে যেতে হচ্ছে এই নিদারুণ অবিচার। তার ওপর পরপর দু-বার কন্যা সন্তানের জন্ম দেওয়ায় সে শিকার হয়েছে স্বামীর চরম অবহেলা ও উপেক্ষার। অন্তত তার শাশুড়ির জবানিতে সেই রূঢ় সামাজিক বাস্তবটিই অত্যন্ত নগ্নভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে, -

> "কুলশনের শাশুড়ি বড়চাচি মুখ বেঁকিয়ে বিচ্ছিরি কথা কয়ে ফেলল, 'আহা বেটা দিবে? দুইটা বেটি পরপর, সেই তরে বড়খোকা অর মুয়ে লাথ দিতে আসেও নাই।"[৭]

এর সূত্রধরে শাশুড়ির অতীতও যে গ্লানিময় তার পরিচয় পাই আসমানির কথায়, -

> "যা লো এখেন থিকে বুড়ি মাগি, তোর ভাতারও তরে ছাইড়া থাকত, ইনিদ্ বিনিদ্ কত কাঁদতিস মনে নাই? এই গাঁইয়ের মরদরা সক্কলেই শহরে গেলে ভেড়া হইয়ে যায়। ই কুলশনের নশিব লয়, সারে গাঁ কো নসিব।"[৮]

দ্বিতীয়ত, জোতদার জিয়াদ শুকটির প্রসঙ্গটি এখানে প্রণিধানযোগ্য। চার-চারটি স্ত্রী তার; সংসারে ধনদৌলত বা প্রাচুর্যের বিন্দুমাত্র অভাব নেই। অথচ সেই অন্দরমহলে নিত্যদিন লেগে থাকা অশান্তি ও কোলাহলকে জিয়াদ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চলে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজকাঠামোয় নারীদের প্রতি এই চরম ঔদাসীন্য ও অবজ্ঞা কি পুরুষের একচেটিয়া আধিপত্যবাদেরই এক নগ্ন প্রকাশ নয়? নিশ্চিতভাবেই তাই। আর সেই আধিপত্যের দাম্ভিকতা থেকেই জিয়াদ নিজের পাশবিক লালসা চরিতার্থ করতে জিন্নতের ওপর জোরজবরদস্তি চালাতে এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করে না, হয়ে ওঠে আরও হিংস্র। মূলত জিন্নত

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 08
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 72 - 77
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বেগমের এই বিরহ ও মিলনের রূপকের আড়ালে লেখক আফসার আমেদ এক লিঙ্গবৈষম্যমূলক সমাজের প্রেক্ষাপটে অপেক্ষাকৃত প্রান্তিক ও নিম্নবর্গের নারীদের অবদমিত যন্ত্রণা এবং তাদের আর্তনাদের অন্তর্ভেদী স্বরকে অসামান্য শিল্পকুশলতায় মূর্ত করে তুলেছেন।

আফসার আমেদের 'শ্রেষ্ঠ গল্প' সংকলনের আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ সংযোজন হল 'ডিপ টিউবয়েলের দাম কত?'। এই গল্পেও প্রান্তিক ও নিম্নবর্গের মানুষের জীবনসংগ্রাম এবং তাদের অন্তর্নিহিত স্বরকে এক সম্পূর্ণ ভিন্নমাত্রায় পরিবেশন করেছেন লেখক। কৃষিনির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতির পটভূমিতে দরিদ্র কৃষক শাকুর নিদারুণ অসহায়তা ও বঞ্চনাবোধকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে এর আখ্যানভাগ। রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ও শাসন ব্যবস্থার বিবর্তনের হাত ধরে গ্রামীণ কৃষির উৎপাদন-কাঠামোতেও কীভাবে পালাবদল ঘটে তা এখানে অত্যন্ত বাস্তবসম্মতভাবে চিত্রিত। একসময় গ্রাম-বাংলার বিস্তীর্ণ মাঠে কেবল বর্ষার জলের ওপর নির্ভর করে বছরে একবারই ধানচাষ হত। পরবর্তীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রেও আধুনিকতার ছোঁয়া লাগে। সনাতন পদ্ধতির বদলে মাঠে মাঠে জায়গা করে নেয় ট্রাক্টর, ডিজেল বা বিদ্যুৎচালিত পাম্পসেট এবং উচ্চ ফলনশীল বীজের ব্যবহার। এরপর সরকারি উদ্যোগে যখন গ্রামে 'ডিপ টিউবয়েল' স্থাপিত হয় তখন কৃষি ব্যবস্থায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। সরকারি আনুকূল্যে পরিচালিত এই জলসেচ ব্যবস্থার আওতাধীন জমিগুলি থেকে স্বল্প ব্যয়ে অধিক ফসল ফলানোর সুযোগ তৈরি হয়। কিন্তু এই আধুনিকীকরণ একদিকে যেমন কৃষকের মনে নতুন স্বপ্নের সঞ্চার করে তেমনই অন্যদিকে তা গ্রামীণ জোতদারদের লোভ ও মুনাফালোভী আগ্রাসনকেও বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। আলোচ্য গল্পটিতে এই পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ও শ্রেণিদ্বন্দ্বের নির্মম জাঁতাকলে পিষ্ট হওয়া দরিদ্র কৃষক শাকুর স্বপ্নভঙ্গ, মর্মযাতনা এবং গভীর হতাশাকেই অত্যন্ত নিপুণ শিল্পকুশলতায় ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক।

মুক্তার, লাইলি ও খুকি— এই তিন সন্তান এবং শারীরিক প্রতিবন্ধকতার শিকার (এক পা শীর্ণ) স্ত্রী নসিবাকে নিয়ে প্রান্তিক চাষি শাকুর চরম দারিদ্র্যক্লিষ্ট এক সংসার। তাদের বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন বলতে জোতদারের মাত্র আড়াই বিঘে জমির ভাগচাষ। কিন্তু সেই শেষ সম্বলটুকুও এবার হাতছাড়া হওয়ার উপক্রম হয়েছে। কারণ আধুনিক ডিপ টিউবয়েলনির্ভর সেচব্যবস্থায় জমিতে যেমন ফসলের উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে তেমনই অদূর ভবিষ্যতে জমির বাজারমূল্যও অভাবনীয় হারে বাড়বে। এই বিপুল মুনাফার লোভেই জোতদার ইয়াকুব ইতিপূর্বে জুল্লুকে তার চাষের জমি থেকে নির্মমভাবে উচ্ছেদ করেছে। এবার কি তবে শাকুর পালা? জীবিকা ও ভূমিহীন হওয়ার এই নিদারুণ আশঙ্কাই প্রতিমুহূর্তে এক তীব্র আতঙ্কের ছায়া ফেলেছে শাকুর মনস্তত্ত্বে। প্রান্তিক কৃষকের এই চরম অস্তিত্ব-সংকট ও মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েনের দিকে ইঙ্গিত করেই বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক রামকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, -

> "জুল্লুর জমি থেকে উৎখাত হওয়া শুধু শস্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া নয়, কর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া নয়, কর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং সেই অর্থে দেহ থেকে মনের বিচ্ছিন্ন হওয়া। জুল্লুর সেই মানস দৈহিক যন্ত্রণা শাকু অনুভব করে তার শ্রমজীবী অনুভবে।"[৯]

দিনে সে যেমন নিজের শিল্পীসত্তাকে বিসর্জন দিয়ে সস্তা বাজার-সংস্কৃতির কাছে মাথা নত করেনি, নিছক সস্তার শাড়ি বা গামছা বোনার কাজে নিজের তাঁতকে ব্যবহার করেনি; তেমনই কাজহীনতার সেই অবসরে তার সর্বাঙ্গে যে আড়ষ্ট, খিঁচ-ধরা যন্ত্রণার সৃষ্টি হয়েছিল জুল্লু বা শাকুর যন্ত্রণাও তার থেকে কিছু আলাদা নয়। তবে তাদের এই ব্যথা যতটা না শরীরবৃত্তীয় তার চেয়ে ঢের বেশি মনস্তাত্ত্বিক। মদন তাঁতির তবু নিজস্ব এক ব্যক্তিস্বাধীনতা ছিল। তাই গভীর রাতে শূন্য তাঁত চালিয়ে সে তার সেই যন্ত্রণা উপশমের পথ খুঁজতে পেরেছিল। কিন্তু আলোচ্য গল্পের জুল্লু বা শাকুর সেই ন্যূনতম স্বাধীনতাটুকুও নেই। ক্ষমতাবান জোতদারের মর্জির কাছে তাদের যাবতীয় ইচ্ছা-অনিচ্ছা, স্বপ্ন ও বেঁচে থাকার অধিকার আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। আর তাই তাদের এই অন্তর্নিহিত যন্ত্রণা শেষপর্যন্ত এক চূড়ান্ত আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তায় রূপান্তরিত হয়। চাষের জমি হারানোর ভয় এবং স্ত্রী-সন্তান নিয়ে নিদারুণ অনাহারে দিনযাপনের এই প্রবল আতঙ্ক শাকুকে যেন ভেতর থেকে কুরে কুরে খায়। আধিপত্যবাদী শোষণের নির্মম কূটকৌশলের শিকার হওয়া প্রান্তিক ও নিম্নবর্গীয় মানুষের এই যে নিরন্তর বেঁচে থাকার লড়াই, তাদের মর্মযন্ত্রণা এবং অব্যক্ত আর্তনাদ— তা বাংলা কথাসাহিত্যের পরিসরে এক অনন্য মাত্রা সংযোজন করেছে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 08
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 72 - 77
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আর আফসার আমেদের 'ডিপ টিউবয়েলের দাম কত?' গল্পটি সেই সমাজবাস্তবতা ও স্বতন্ত্র শিল্পরীতিরই এক অসামান্য এবং উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

কথাসাহিত্যিক আফসার আমেদ বাংলা ছোটগল্পের চিরাচরিত প্রথা ভেঙে এক সম্পূর্ণ নিজস্ব এবং কালজয়ী শিল্পরীতির জন্ম দিয়েছেন। তাঁর আখ্যানভাগ কেবল নিছক গল্প বলার তাগিদে রচিত হয়নি; বরং তা হয়ে উঠেছে পরিবর্তনশীল গ্রামীণ সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সংস্কৃতির ভাঙাগড়ার এক বিশ্বস্ত ও জীবন্ত দলিল। তথাকথিত ছকবাঁধা জীবনের বাইরে গিয়ে তিনি অত্যন্ত দরদি অথচ নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রান্তিক, নিম্নবর্গীয় এবং শোষিত মানুষের বেঁচে থাকার নিরন্তর সংগ্রামকে তুলে ধরেছেন। গ্রাম ও শহরের যে রূপান্তর এবং তার জাঁতাকলে পিষ্ট হওয়া দরিদ্র মানুষের অস্তিত্বসংকট, মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন ও অব্যক্ত মর্মযাতনা তাঁর কলমে এক অনন্য বহুমাত্রিকতা লাভ করেছে। ক্ষমতাবান শ্রেণির আধিপত্যবাদী শোষণ হোক কিংবা আর্থ-সামাজিক অবক্ষয়— সর্বস্তরের বঞ্চনার শিকার হওয়া এই সমস্ত বিপন্ন মানুষের না বলা যন্ত্রণাকে তিনি নিপুণ শিল্পকুশলতায় যেভাবে মূর্ত করে তুলেছেন তা এককথায় অসামান্য।

Reference:

১. হোসেন, সোহারাব, বাংলা ছোটগল্প তত্ত্ব ও গতি-প্রকৃতি, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ২০১১, পৃ. ২৬৯
২. আমেদ, আফসার : শ্রেষ্ঠ গল্প, দে'জ পাবলিশিং, ১ম প্রকাশ ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রন জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ৯
৩. তদেব, পৃ. ১০
৪. তদেব, পৃ. ১৫
৫. তদেব, পৃ. ২৩-২৪
৬. তদেব, পৃ. ২৫
৭. তদেব, পৃ. ২৬
৮. তদেব, পৃ. ২৬
৯. সরকার, মলয় (সম্পা.), আফসার আমেদের ছোটগল্পের মানস ও দৈহিকতা (রামকুমার মুখোপাধ্যায়), গাধা, বৈশাখ ১৪২৪, পৃ. ১৩৯